Freethinkers

secular site for Atheists, Agnostics, free-thinkers, rationalists, skeptics, humanists of Bangladesh and other south Asian countries www.mukto-mona.com

শেকল ভাঙ্গার ডাক ঃ সেই সব বাঙ্গালী মনীষী

ভূমিকা, সংকলন ও সম্পাদনা ঃ জাহেদ আহমদ

anondomela@yahoo.com

(উৎসর্গ- সাম্প্রদায়িকতা নামক বিষবৃক্ষের বিরুদ্ধে দুই বাঙলার ভিতরে এবং বাইরে যাঁরা লড়ে গেছেন, এবং এখন ও যাঁরা প্রতিনিয়ত লড়ে যাচ্ছেন, সেই সমস্ত লড়াকু বাঙালী সহযোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে)

ভূমিকাঃ বেশ কিছদিন পূর্বে কোন ও একটি পত্রিকায় দুই বাঙলার প্রথিতযশা লেখক সুনীল গঙ্গোপধ্যায়ের একটি সাক্ষাতকার পড়েছিলাম। বিশ্বব্যাপী মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার উত্থান সম্পর্কে লেখক নিজের হতাশা অনেকটা এভাবে ব্যক্ত করেছিলেন ঃ *একসময় আশা করা হয়েছিল সভ্যতার ক্রম বিকাশের সাথে সাথে ধর্মান্ধতা, মানুষে মানুষে ভেদাভেদ জাতীয় বিষয়গুলি আস্তে আস্তে হারিয়ে যাবে, কিন্তু সেরকম কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে , সভ্যতা যত ই এগিয়ে যাচ্ছে , মানুষের ধর্মান্ধতার মাত্রা ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে।* সুনীল গঙ্গোপধ্যায়ের এ বক্তব্যের সাথে প্রগতি , অসাম্প্রদায়িকতার

পক্ষের অনেকেই সম্ভবত একমত পোষন করবেন। শিক্ষার উদ্দেশ্য যেখানে হওয়া উচিত জড়তা, প্রতিক্রিয়াশীলতা এবং সমাজ-দেশ-কাল আরোপিত সকল প্রকার মিথ্যা ও মানুষে মানুষে ভেদাভেদ সৃষ্টিকারী মতবাদ, কুসংস্কার থেকে বিবেকের মুক্তি, সেখানে এ যুগে আমরা বিরাট সংখক আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষের মধ্যে ও লক্ষ করছি তার ঠিক উলটো অবস্থা। একবিংশ শতাব্দীতে এসে ও বহু শিক্ষিত মুসলমান-হিন্দু-খ্রীস্টান শিক্ষার পূর্ণতা (?) খুঁজে বেড়াচ্ছে ক্বোরাণ-বেদ-বাইবেলের বাণীর মাঝে আধুনিক বিজ্ঞানের তথাকথিত মিল (!) আবিষ্কার এর মাধ্যমে। কেবল কি তাই? শিক্ষিত শ্রেনীর অনেকেই আজ সাম্প্রদায়িকতা, প্রতিক্রিয়তাশীলতার ধারক এবং পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকা পালন করছে। এদের মধ্যে আবার যারা বাঙালী (কিংবা, বাংলাদেশী) শিক্ষিত মুসলমান, তাদের অবস্থা (অবশ্যই সকলে নয়) শুধু নৈরাশ্যজনকই নয়, অনেক ক্ষেত্রে কৌতুকপ্রদ ও বটে। শিক্ষিত বাঙালী/বাংলাদেশী মুসলমান এ যুগে তার মেধার স্বার্থকতা (?) খুঁজে পায় রবীন্দ্রনাথের মধ্যে 'হিন্দুত্ব' এবং নজরুলের মধ্যে 'মুসলমানিত্ব' আবিষ্কারের মধ্যে (*এ ব্যাপারে পাঠকবন্ধুদেরকে শক্তিশালী লেখক প্রয়াত আহমদ ছফার লেখা 'বাঙালী মুসলমানের মন' বইটি পড়ে দেখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি*)। সাধারণ মানুষের ইসলামী অনুভূতিকে কাজে লাগিয়ে অনেক সুযোগসন্ধানী বর্ণচোরারা আবার চুটিয়ে ব্যবসা করছে। একটু খেয়াল করলে এদের মুখোশ উন্মোচন করা মোটেও দুরূহ কোন কাজ নয়। একটি অতি সাম্প্রতিক উদাহরণ না টেনে পারছি না।

বাঙলাদেশের বিশাল সংখ্যক মুসলমানের নিকট '৭১ এর কুখ্যাত রাজাকার মাওলানা মান্নানের মালিকাধীন দৈনিক ইনকিলাব 'ভারত বিরোধী' ও 'সাচ্চা মুসলমানের পত্রিকা' বলে পরিচিত। অথচ সম্প্রতি খুবই কৌতুকের সাথে লক্ষ করলাম, ইনকিলাব গোষ্ঠীর পত্রিকা সাপ্তাহিক পূর্ণিমা গত ঈদ সংখ্যা প্রকাশ করেছে বিরাট সংখ্যক ভারতীয় হিন্দু বাঙালী লেখকদের লেখা গল্প-

উপন্যাস এর উপর ভিত্তি করে। এতে ইনকিলাব গোষ্ঠীর তথাকথিত ভারত বিরোধিতার আড়ালে নোংরা ব্যবসায়িক মানসিকতার নির্লজ্জ চিত্র যতটা না ফুটে উঠেছে , তার চেয়ে বেশি প্রকট আকারে প্রকাশ পেয়েছে বাঙ লাদেশের মাদ্রাসা-কলেজ পড়ুয়া মুসলমান তরুণ-তরুণীদের উল্লেখযোগ্য অংশের বুদ্ধি, রুচি ও সচেতনতার প্রকট দৈন্য। এদের নিকট আদর্শ বাঙালী মুসলমান নেতার উদাহরণ জানতে চাইলে এরা কেউই খুব সম্ভবত ভাসানী- ফজলুল হক-শেখ মুজিবের নাম বলবে না, বরং যাদের নাম এরা উল্লেখ করতে পারে বলে আমার সন্দেহ হয়, তারা হচ্ছেঃ গোলাম আযম-সাঈদী-নিজামী-আমিনী-আজিজুল হক প্রমুখ। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ -র মত একজন চরম বিদ্বান, চরম অ-সাম্প্রদায়িক এবং একই সাথে চরম ধার্মিক ব্যক্তির বক্তব্যের *(বর্তমান প্রবন্ধে সংকলিত এই মহান মনীষির বাঙালী জাতীয়তা সম্পর্কিত স্মরণীয় উক্তিটির দিকে পাঠকবৃন্দের সবিশেষ দৃষ্টি আকর্ষন করছি)* সারবত্তা এরা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হলেও চরম সাম্প্রদায়িক, ক্ষমতালোভী এবং কূপমন্ডূক সাঈদীর স্থূল আবেগঘন এবং সস্তা সুড়সুড়ি পূর্ণ ইসলাম বিষয়ক ওয়াজ-নসিহতে এরা মুগ্ধ হয়ে যায় (আমেরিকার মত দেশে ও সাঈদীর ওয়াজের কেসেট/ভিডিওর চাহিদা প্রচুর!)। এদের মস্তিষ্ক নামক মানব অঙ্গটি ইসলামের ধোঁয়া তুলে এমনভাবে বিকল করে দেয়া হয়েছে যে, এদের নিকট চলমান নোংরা সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, মৌলবাদ ইত্যাদি বিষয়ের সমালোচনা করা বা, শোনার সাফসাফ মানে হচ্ছে *'ইসলামের বিরোধিতা করা'*, *'আওয়ামীলিগের দালালি করা'* যা প্রকারান্তরে, ওদের ভাষায় *'হিন্দু ভারতের দালালি'* অর্থাৎ *'বাংলাদেশের বিরোধিতা করা'* ! এদের উপরের ধাপে আরেকটি অংশে রয়েছেন তাঁরা, যাঁদের কারো কারো রয়েছে উঁচু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সনদ, আঁতেল বলে খ্যাতি; প্রেস্টিজ-সচেতন বলে এঁদের অনেকেই আমিনী-সাঈদী জাতীয় কাটমোল্লাদের ধর্মীয় গুরু হিসেবে মানতে চান না ঠিকই, কিন্তু সপ্তম শতাব্দীর বন্ধ্যা মরু আরবের মাটিতে

অংকুরিত ইসলামের মধ্যেই 'সর্বকালের সর্ব সমস্যার সর্বশ্রেষ্ঠ সমাধান নিহিত' বলে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন। শিক্ষিত বাঙালী/বাঙলাদেশী মুসলমানের মনন ও বুদ্ধিবৃত্তির এমন মূঢ়তায় হতাশ হওয়াটাই হয়তো স্বাভাবিক। তথাপি আমি একেবারে নিরাশ বোধ করছি না। এ কথাটি কেবল বলার জন্য বলা নয়। এ ব্যাপারে ইতিহাস আমাদের সত্যি সত্যি প্রেরনা হতে পারে। এটি কি কম আশার কথা যে, আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে ও গ্রীসের মাটিতে দাঁড়িয়ে এক মহান দার্শনিক ঘোষনা করতে পেরেছিলেনঃ *আমি গ্রীক বা এথেনসের বাসিন্দা নই, আমি হচ্ছি এ বিশ্বের একজন নাগরিক*। এ প্রসঙ্গে আমাদের পাক-ভারত উপমহাদেশীয় ইতিহাস ও একেবারে কম আশাব্যঞ্জক নয়। যেমন- আমরা জানি ক্বোরাণের প্রথম বাঙলা অনুবাদ করেছিলেন হিন্দু গিরিশ্চন্দ্র সেন। তেমনিভাবে যার পৃষ্ঠ পোষকতায় সর্বপ্রথম মহাভারত বাংলায় অনূদিত হয় (তেরো শতকের শেষের দিকে), তিনি হচ্ছেন দিল্লীর সুলতান নাসিরুদ্দিন মুহম্মদ শাহ। বাঙালীর নিজস্ব উদারচেতনা ও অসাম্প্রদায়িকতার ইতিহাস ও একেবারে কম গৌরবের নয়, বরং বহুক্ষেত্রে তা আজকের বাঙালীর (হিন্দু-মুসলমান উভয় শ্রেনী) জন্য সত্যিকার অর্থে যে প্রেরনাদায়ক হতে পারে, এই সংকলটিতে আমি সেটিই দেখাবার চেষ্টা করেছি। বলতে দ্বিধা নেই, কখনো কখনো গভীর আবেগে আপ্লুত হয়ে আনন্দ পেয়েছি, অবাক হয়েছি, যখন দেখেছি- ভিন্ন সময়, ভিন্ন ধর্ম, ভিন্ন স্থানে বসবাস সত্ত্বেও মহান বাঙালী মনীষিরা এক কাতারে এসে দাঁড়িয়েছেন তাদের গভীর মনন চেতনা, বিশ্বজনীন মানবপ্রেম ও সাম্যবাদের (এখানে আমি 'কম্যুনিজম' টেনে আনছি না) বিশ্বাসে। কেবল একটা উদাহরণ দিচ্ছি, যেহেতু পাঠকরা নিজেরাই পড়তে গিয়ে প্রমাণ পাবেন। বাউল পাঞ্জুশাহ যেখানে বলেছেন, '*জগৎ কর্তা পতিত পাবন, এই মানুষে করে বিরাজন*', স্বামী বিবেকানন্দ সেখানে বলেছেন, '*জীবে প্রেম করে যেই*

জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর"। একই বক্তব্য, কেবল প্রকাশভংগির তফাৎ! এভাবে ভিন্ন জাত-ধর্মে জন্মগ্রহন করা সত্ত্বে ও মানবতাবাদী দৃস্টিভংগির উদারতা দ্বারা চন্ডীদাস-বঙ্কিম-বিদ্যাসাগর-বিবেকানন্দ-লালন-রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ আমাদের সামনে ধরা দিয়েছেন যে পরিচয়ে, সেটি হচ্ছে এই- সব পরিচয়ের আগে আমাদের প্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়- আমারা সবাই মানুষ! বিনম্র শ্রদ্ধায় কখনো কখনো মাথা নত হয়ে এসেছে, যখন আশ্চ র্য হয়েছি উপলব্ধি করে যে, এঁদের অনেকেরই ছিল না প্রাতিষ্ঠানিক উঁচু কোন ডিগ্রী, ছিল না সামাজিক বিত্ত-বৈভব নির্ভর কোন বড় পরিচয়; তথাপি চিন্তার গভীরতা, ভাব এবং উদারতার সৌন্দর্যে এ যুগের বহু ডক্টরেট ডিগ্রীধারীরা ও এঁদের ধারে-কাছে ভিড়তে পারবেন না।

ভূমিকা শেষ করার আগে একটি জরুরী বিষয়ের উল্লেখ করতে হয়- এটি একটি অসম্পূর্ণ সংকলন, এবং এর বাইরে ও একই বিষয়ে বহু মহান বাঙালীর বক্তব্য থেকে যাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। সঙ্কলনটির অসম্পূর্ণতার জন্য দায়ী হচ্ছে হাতের কাছে উপযুক্ত reference এর অপর্যাপ্ততা। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বাণী-উক্তি-কবিতা গুলি শৈশব স্মৃতি-নির্ভ র ও ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে নেয়া হলে ও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যে বইটির সাহায্য আমি নিয়েছি, সেটি হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ আমিনুল ইসলাম লিখিত *বাঙালির দর্শন : প্রাচীন কাল থেকে সমকাল* (প্রকাশক- মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা) । বইটির লেখক ও প্রকাশককে জানাচ্ছি আন্তরিক সাধুবাদ ও কৃতজ্ঞতা । এই সুযোগে বাংলায় লেখালেখি করতে বিশেষভাবে তাড়া ও প্রেরণা যোগানোর জন্য আমার দীর্ঘ দিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু মাহবুব আলম হীরককে সবিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সবশেষে, সকলের জন্য রইলো ইংরেজী নূতন বছরের শুভেচ্ছা!

এক: কোথায় গেলে পাব তারে?

কোথায় স্বর্গ? কোথায় নরক? কে বলে তা বহুদূর?
মানুষেরই মাঝে স্বর্গ-নরক, মানুষেতেই সুরাসুর!
প্রীতি ও প্রেমের পূণ্য বাঁধনে যবে মিলি পরস্পরে-
স্বর্গ আসিয়া দাঁড়ায় তখন আমাদেরই কুঁড়েঘরে!
-শেখ ফজলুল করিম

যত মত তত পথ/যত্র জীব তত্র শিব।

-শ্রীরাম কৃষ্ণ পরমহংসদেব (১৮৩৬-১৮৮৬)

বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।

-স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬২-১৯০২)

এই মানুষে আছেরে মন
যারে বলে মানুষ রতন
লালন বলে পেয়ে ধন
পারলাম না চিনিতে।

-লালন শাহ (১৭৭৪-১৮৯০)

জগৎ কর্তা পতিত পাবন,
এই মানুষে করে বিরাজন।

-পাঞ্জুশাহ (১৮৫১-১৯১৪)

দুই: ধর্ম কাহাকে বলে?

সেটুকু (সারভাগ) ছাড়া আর যাহা থাকে- শাস্ত্রে থাকুক, অশাস্ত্রে থাকুক বা লোকাচারে থাকুক- তাহাই অধর্ম। যাহা ধর্ম তাহা সত্য, যাহা অসত্য, তাহা অধর্ম। যদি অসত্য মনুতে থাকে, মহাভারতে থাকে বা বেদে থাকে, তবু অসত্য, অধর্ম বলিয়া পরিহার্য্য।

-বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮-১৮৯৪)

সংসারে একমাত্র যাহা সমস্ত বৈষম্যের মধ্যে ঐক্য, সমস্ত বিরোধের মধ্যে শান্তি আনয়ন করে, সমস্ত বিচ্ছেদের মধ্যে একমাত্র যাহা মিলনের সেতু তাহাকেই ধর্ম বলা হয়। তাহা মনুষ্যত্বের এক অংশে অবস্থিত হইয়া অপর অংশের সহিত কলহ করে না- সমস্ত মনুষ্যত্ব তাহার অন্তর্ভুক্ত।

-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)

মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে মানুষ দেখবে না, তুমি মুসলমান কি অমুসলমান। সে দেখবে শুধু তুমি কেমন লোক। ..... ধর্মের উদ্দেশ্য, ধার্মিক নিজে শান্তি পাবে, আর পাবে তার হাতে সমস্ত দুনিয়া শান্তি। যা অশান্তি ঘটায়, তা ধর্ম নয়, পরম অধর্ম।

-ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯)

আমরা মানি আর না-ই মানি, আমরা পরস্পর পরস্পরের অংশ। আর এই সত্যটুকু যতদিন না আমরা উপলব্ধি করবো, ততদিন এই পৃথিবীতে শান্তি ও সম্প্রীতি আসবে না, আসতে পারে ও না।

-শ্রী অরবিন্দ (১৮৭২-১৯৫০)

তিনঃ হিন্দু, না মুসলিম?

হিন্দু না ওরা মুসলিম? ওই জিজ্ঞাসে কোন জন?
কান্ডরী! বল ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মার।

-কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)

মোরা এক বৃন্তে দু'টি ফুল হিন্দ মুসলমান

মুসলিম তার নয়নমণি, হিন্দু তার প্রাণ।

--কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)

একটি জলাশয়ের অনেক ঘাট আছে। একটি ঘাটে হিন্দুরা জল সংগ্রহ করে, অন্য ঘাটে মুসলমানেরা পানি সংগ্রহ করে; এবং তৃতীয় আর একটি ঘাটে খ্রিস্টান রা সংগ্রহ করে water । আমরা কি ভাবতে পারি যে , জল শুধু পানি এবং water, জল হবে না? এগুলো একই বস্তুর বিভিন্ন নাম মাত্র, এবং সবাই একই বস্তুর অন্বেষণ করছে।

-শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব (১৮৩৬-১৮৮৬)

এত মারামারির মধ্যে এই টুকুই ভরসার কথা যে, আল্লা ওর্ফে নারায়ণ হিন্দুও নন, মুসলমান ও নন। তাঁর টিকিও নেই, দাড়ি ও নেই। একেবারে ক্লিন। টিকি-দাড়ির ওপর আমার এত আক্রোশ এই জন্য যে, এরা সর্বদা স্মরণ করিয়ে দেয় মানুষকে যে, তুই আলাদা আমি আলাদা। মানুষকে তার চিরন্তন রক্তের সম্পর্ক ভুলিয়ে দেয় এই বাইরের চ্হিগুলো। ..... টিকিত্ব হিন্দুত্ব নয়, ওটা হয়ত পন্ডিত্ব। তেমনি দাড়িও ইসলামত্ব নয়, ওটা মোল্লাত্ব....আজ যে মারামারিটা বেধেছে, সেটাও এই পন্ডিত - মোল্লায় মারামারি, হিন্দু-

মুসলমানে মারামারি নয়।

--কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)

আজ ভুলে যেতে হবে দু'টি কথা 'হিন্দু ও মুসলমান'।

-শিখা খ্যাত আবুল হোসেন (১৯০৫-১৯৭৪)

যে লাঠিতে আজ টুটে গম্বুজ, পড়ে মন্দির চূড়া
সেই লাঠি কালি প্রভাতে করিবে শত্রু-দুর্গ গুঁড়া।

--কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)

আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালী। এটি কোন আদর্শের কথা নয়, এটি একটি বাস্তব কথা। মা-প্রকৃতি আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙালীত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছেন যে, মালা-তিলক-টিকিতে কিংবা টুপি-লুংগি-দাড়িতে তা ঢাকবার জো-টি নেই।

-ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯)

কালো আর ধলো বাহিরে কেবল-
ভেতরে সবার সমান রাঙ্গা ।

-সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

নানান বরণ গাভীরে ভাই একই বরণ দুধ
জগৎ ভরমিয়া দেখিলাম একই মায়ের পুত।

-বাউল গান

সম্প্রদায় বিশেষে ভুক্ত থাকিয়া মানুষ মানুষকে এত অধিক ঘৃণা করে যে, তদ্রূপ কোন ইতর প্রাণীও করে না। হিন্দুদের নিকট গৌময় (গোবর) পবিত্র, অথচ অহিন্দু মানুষ মাত্রই অপবিত্র। পক্ষান্তরে মুসলমানের নিকট কবুতরের বিষ্টা ও পাক, অথচ অমুসলমান মাত্রই নাপাক।

-আরজ আলী মাতুব্বর (১৯০০-১৯৮৫)

চারঃ কোরান? বেদ? নাকি, বাইবেল?

হায়রে ভজনালয়,
তোমারি মিনার বাহিয়া ভন্ড
গাহে স্বার্থের জয়!
মানুষেরে ঘৃনা করি-

ও কারা ক্বোরাণ-বেদ-বাইবেল
চুম্বিছে মরি মরি!

--কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)

দূর কর তছবি মালা,
মন-মালায় ধন মিলে।
'মনের মানুষ' দমে জপে,
বসাও হৃদকমলে।

- পাঞ্জুশাহ (১৮৫১-১৯১৪)

বেদের যে অংশ যে ব্যক্তির কৃত তা স্পষ্টই লিখিত আছে, এবং তন্মধ্যে নানা স্থান ও নানাকালে বিদ্যমান লোক সমূহের ভক্তি, শ্রদ্ধা, রাগ, দ্বেষ, কাম-ক্রোধ, বিপদ-আপদ, যুদ্ধ-বিবাদ, ব্যসন-বাণিজ্য ইত্যাদি অশেষ প্রকারের বিবিধ বৃত্তান্ত বিনিবেশিত রহিয়াছে। তথাপি জৈমিনি মহাশয়ের প্রভাবে তাহার অপৌরুষেয় অর্থাৎ কোন পুরুষের কৃত নয় স্বয়ংসিদ্ধ নিত্য পদার্থ ..... এরূপ দর্শনের কাল অতীত হইয়াছে যে, বিজ্ঞানের অধিকার বিস্তৃত হইতেছে। ইহাতে বিশুদ্ধ বুদ্ধি সুশিক্ষিত ব্যক্তিরা এক প্রকার নিস্তার পাইতেছেন। সাধে কি আর রামমোহন রায় সংস্কৃত কলেজ সংস্থাপনের বিরোধী হইয়া তৎপরিবর্তে ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনার্থ

আনুরোধ করেন?

-অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬)

সেই হৃদয়ের সঙ্গে যেখানে উপনিষদের মিল, উপনিষদের সেই বাক্যই আমরা গ্রহন করিতে পারি, আর হৃদয়ের সঙ্গে যাহার মিল নাই, সে বাক্য আমরা গ্রহন করিতে পারি না।

- দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫)

মূর্তিপূজা নয়, আত্মোপসনাই শ্রেষ্ঠ উপাসনা।

-রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩)

অযুক্ত ধর্ম বিশ্বাসীগণ যেমন যাহা তাহা বিশ্বাস করিয়া লয় তোমরা তাহা করিও না। আমাদের প্রভু ঈশ্বর বলিয়াছেন বিজ্ঞান আমাদিগের ধর্ম হইবে। তোমরা সকলেই বিজ্ঞান কে সম্মান করিবে; বেদাপেক্ষা জড়বিজ্ঞানকে , বাইবেলাপেক্ষা অধ্যাত্মবিজ্ঞানকে সম্মান করিবে ..... নিগূঢ় রহস্যদ্বারা তোমাদের মনকে আচ্ছন্ন করিও না, স্বপ্ন বা কল্পনার প্রশ্রয় দিও না, কিন্তু পরিষ্কৃত দৃষ্টিতে এবং প্রশস্ত বিচারে সকল বিষয় প্রমাণিত কর, এবং যাহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহাই দৃঢ়রূপে ধারণ কর।

-কেশবচন্দ্র সেন (১৮৮৩-৮৪)

পাঁচঃ মানুষ বড়, না ধর্ম বড়?

সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

-চন্ডীদাস

গাহি সাম্যের গান-
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান
নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেধ ধর্ম জাতি,
সব দেশে, সব কালে, ঘরে ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।

--কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)

আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি, নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিৎ বা আবশ্যক বোধ হইবে তাহা করিব; লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ স ংকুচিত হইব না।

-ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)

আমি মানুষে মানুষে পার্থক্য জানি না। শ্বেতকায় কৃষ্ণকায়ে প্রভেদ দেখি না, ছোট বড় বুঝি না, সবাই শক্তিময় দয়াময় প্রেমময় স্রষ্টার সৃষ্টি।

-খান বাহাদুর আহসান উল্লা (১৮৭৩-১৯৬৫)

ভেদ বিভেদের কথা বলে যারা, তারা শয়তানী চেলা
আর বেশী দিন নাই, শেষ হয়ে এসেছে তাদের খেলা।

--কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)

ছয়ঃ আলোকিত মানুষ চাই

(শিক্ষা প্রসঙ্গে) ‘ জ্ঞানার্জনী বৃত্তি অনুশীলনের দিকেই বিশেষ মনোযোগ, অন্যগুলো প্রায় উপেক্ষিত। এজন্য এদেশে ’সবাই আধখানা করিয়া মানুষ হইল, আস্ত মানুষ পাইব কোথা’?

-বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮-১৮৯৪)

পুণ্যে পাপে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে
মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে
হে স্নেহার্ত বংগ ভূমি, তব গৃহ ক্রোড়ে
চির শিশু করে আর রাখিও না ধরে। .....
পদে পদে ছোট ছোট নিষেধের ডোরে
বেঁধে বেঁধে রাখিও না ভালো ছেলে করে .....

শীর্ণ শান্ত পুত্রদের ধরে
দাও সবে গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া করে।
সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী
রেখেছ বাঙ্গালী করে, মানুষ করোনি।

-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)

মানুষ হয়ে মানুষের জন্য যাদের প্রাণ কাঁদে না, মানুষকে যারা

ভালবাসে না, তারা কি আবার মানুষ?

-স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬২-১৯০২)

বিশ্ব যখন এগিয়ে চলেছে
আমরা তখন ও পিছে
বিবি তালাকের ফতোয়া খুঁজেছি
হাদিছ ও ক্বোরাণ চষে।
.....
ভিতরের দিকে যতো মরিয়াছি
বাহিরের দিকে ততো
গুণতিতে মোরা বাড়িয়া চলেছি
গরু -ছাগলের মত!

--কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)

অন্যান্য ধর্মের ন্যায় ইসলাম ও কতকগুলি আদেশ ও নিষেধের সমষ্টি মাত্র। ইসলাম মানুষের জন্য, মানুষ ইসলামের জন্য নয়। ..... ধর্মগুরুর আদেশের নিগ্রহ হতে মুক্তি না পেলে মুসলমান তো মানুষ হবেই না, বরং ইসলাম ও কেবল dead letter হয়েই থাকবে।

-শিখা খ্যাত আবুল হোসেন (১৯০৫-১৯৭৪)

সত্যঃ জ্ঞানই আনে মুক্তি!

জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।

-**শিখা,** পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম সাহিত্য সমাজের মুখপত্র

নৈতিকতা আসলে মানুষের নিজস্ব যুক্তিশীলতার প্রকাশ, মানুষের নিজস্ব যুক্তিশীলতাই সুশৃঙ্খল বিশ্বের একমাত্র ভিত্তি, নৈতিকতা যুক্তিশীলতারই কর্মপ্রয়াস।

-মানবেন্দ্রনাথ রায় (১৮৮৭-১৯৫৪)

(অসমাপ্ত!)

জামাইকা, নিউ ইয়র্ক

০১/০৮/২০০৪

copyrights www.mukto-mona.com 2004